দৈনিক স্টেটসম্যান

বিনোদন

শনিবার ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮

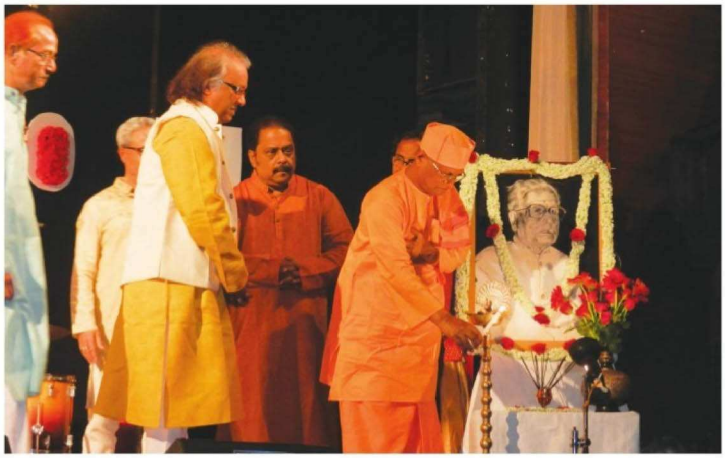

সঙ্গীত পিয়াসীর বার্ষিক সমারোহ

অনুরাধা সান্যাল

প্রখ্যাত তবলা শিল্পী পণ্ডিত সমর সাহার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল তাঁর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান 'সঙ্গীত-পিয়াসী'। তাঁর গুরু অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন সর্বজনশ্রদ্ধেয় কৃষ্ণকুমার গাঙ্গুলি ওরফে নাটুবাবুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, গুরুর আদর্শকে সামনে রেখেই আজ থেকে সাতাশ বছর আগে সমর সাহা বীজ বপন করেছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের। সেই অঙ্কুর আজ মহীরুহ হয়ে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ধারক। শিশু প্রতিভার অঙ্কুরকে প্রস্ফুটিত করাই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। এছাড়া রয়েছে স্কলারশিপের ব্যবস্থাও। 'সঙ্গীত পিয়াসী' নামটি নাটুবাবুর দেওয়া আর প্রতীকটি এঁকেছিলেন পণ্ডিত কিষেণ মহারাজ। উত্তমমঞ্চে প্রতিষ্ঠানের দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠানটি নিবেদিত স্বর্গতঃ ছয় ব্যক্তিত্ব-- গিরিজা দেবী, পদ্মভূষণ বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, পণ্ডিত ব্রিজভূষণ কাবরা, পণ্ডিত মোহনলাল মিশ্র, শ্রী রথীন মজুমদার ও শ্রী কল্লোল বসুকে। প্রথম দিনের শুরু কথক আঙ্গিকে শৌভিক চক্রবর্তীর কোরিওগ্রাফিতে গুরু বন্দনার মাধ্যমে। এরপর প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে মল অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারি মহারাজ স্বামী সুপর্ণানন্দ। এরপর ছিল কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের বরণ করে নেওয়ার পালা। নানান কর্মধারার সঙ্গে 'সঙ্গীত পিয়াসী' নিয়েছে এক বিশেষ পদক্ষেপ, বাদ্যযন্ত্র ও ধ্বনিকৌশলের রূপকারদের পাদপ্রদীপের আলোয় আনা। আমন্ত্রিত ছিলেন হারমোনিয়ম জগতের মণিকান্ত বিশ্বাস, তবলা নির্মাতা বর্ষীয়ান হারান দাস ও 'গৌরী গ্রামো'-র দেবাশিস কন্চ্। এঁদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বরণ করে নেওয়া হল সুপর্ণানন্দ মহারাজ, পণ্ডিত নয়ন ঘোষ, আই.টি.সি সঙ্গীত রিসার্চ আকাদেমির কর্ণধার বি. বি. চ্যাটার্জি, মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার, ও আইনজীবী অনিন্দ মিত্রকে। অসুস্থতার কারণে আসেননি পণ্ডিত চন্দ্রভান কিন্তু পাঠিয়েছেন শুভেচ্ছাবার্তা। অভিনন্দিত ব্যক্তিত্বরা বক্তব্য রাখলেন সঙ্গীতমাহাত্ম্য ও প্রতিষ্ঠানের কর্মধারা নিয়ে। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ ছিল পণ্ডিত তন-বাদ্য এবং পাশ্চাত্য মার্গ সঙ্গীতের (Western classical) চর্চাও বহুদিন ধরে করে আসছেন তন্ময় বোস। তাঁর 'তালতন্ত্র' পরিবেশন সর্বদাই শ্রোতাদের কাছে হয়েছে অভিনন্দিত। এদিন সংক্ষেপে পরিবেশিত হল চারটি সৃজনধর্মী রচনা। তাঁর সহযোগীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্রে ছিলেন সৌদীপ্ত ব্যানার্জি, রোহন রয়, বোধিসত্ত্ব ঘোষ, রাতুল শঙ্কর, গৌতম চ্যাটার্জি, কৃষ্ণদাস বাউল-- যাঁরা প্রত্যেকেই নিজক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। অনুষ্ঠানে গুরু চন্দ্রকোষ রাগের আধারে তবলার সঙ্গে অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সুন্দর ছন্দবিন্যাসে। পরবর্তী 'খণ্ডম'- এর (৫ মাত্রা) পর কৃষ্ণদাস বাউলের কণ্ঠে লালন সাইয়ের গান--'সাই আমার কখন খেলে কোন খেলা'। এর আবহে রাখা হয়েছে পাশ্চাত্যের বিখ্যাত 'Mississipi Delta blues' ও জ্যাজের আবহ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মার্কিন দেশের উত্তর-পশ্চিম মিসিসিপির ডেলটা (Delta) অঞ্চলে যে লোকসঙ্গীতের উদ্ভব হয় সেটিই পরবর্তীকালে পরিচিত 'ডেলটা ব্লুজ' নামে। বাদ্যযন্ত্রে অভিজ্ঞ তন্ময় বসুর মতে এর কয়েকটি অলঙ্কারের সঙ্গে আংশিক সাদৃশ্য পাওয়া যায় এদেশের কিছু লোকসঙ্গীতের ছন্দে। শেষ পরিবেশন 'পৃথিবীটা ছোট হতে হতে' মাতোয়ারা করে দেয় শ্রোতাদের। বিখ্যাত শিল্পী গৌতম চ্যাটার্জি স্বয়ং গেয়ে শোনালেন 'মহীনের ঘোড়াগুলি' ব্যান্ডের এই জনপ্রিয় রচনা। এখানে অবশ্যই উল্লেখ্য যে, 'সঙ্গীতপিয়াসী'- র কর্ণধার সমর সাহা শুধু ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। আহবান করেছেন বিদেশের সৌন্দর্যময় সঙ্গীতধারাকেও। সুচেতা গাঙ্গুলি নিজ গুণে মার্গসঙ্গীত জগতে ধীরে ধীরে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। চর্চিত, জোয়ারিদার, সুরেলা কণ্ঠে সুচেতার পরিবেশন রাগ যোগ (বিলম্বিত / ত্রিতাল) ও পরে দাদরা। সঠিক আলাপ, সরগম, ওজনদার তানকারী নিয়ে রাগ যোগ শিল্পীর খোলা আওয়াজ এক পরিশীলিত পরিবেশন। তার সপ্তকে অনায়াস খেলে শিল্পীর কণ্ঠ। পরিবেশনের গুণে ভাল লাগে দাদরাটি। পৃথকভাবে অবশ্যই বলতে হয় এদিনের শিশু ও কিশোর শিল্পীদের কথা, যারা চমৎকার পরিবেশনে মুগ্ধ করল শ্রোতাদের এবং এজন্য ধন্যবাদ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের। অবাক করে লক্ষ্ণৌ ঘরানার সহেলী বসু ঠাকুরের ছাত্রী কুহেলী বিশ্বাসের কথক পরিবেশন। পরিচ্ছন্ন পায়ের কাজ, যথার্থ মুদ্রাভঙ্গী ও অভিব্যক্তি এবং পদচারণার সঙ্গে অভিনয় ও মুদ্রাভঙ্গীর সামঞ্জস্যে বর্ণময় ওঠে শিববন্দনা, ত্রিতাল (দ্রুত ও বিলম্বিত), আমদ, লরী, ২৭ চক্কর ইত্যাদি। ওজনদার পরিচ্ছন্ন স্ট্রোকে তবলা পরিবেশনে বুৎপত্তি দেখাল আরেক প্রতিভা, 'সঙ্গীত-পিয়াসী'-র স্কলার, পণ্ডিত অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়ের ছাত্র সৌর্যাভ চক্রবর্তী। সুরেলা কণ্ঠে , অতি সাবলীল ইমন (বিলম্বিত / দ্রুত একতাল) গেয়ে তাক লাগিয়ে দিল শিশুশিল্পী প্রতিভাধর আর্য বণিক। মিষ্টি গলার পরিস্কার কাজ, তান, সরগম, বড়হত্ত তারিফ করার মতো। সঙ্গীত পিয়াসীর আর এক স্কলার রিমিক মুখার্জি খুবই মুন্সীয়ানা দেখিয়েছে লহরায়। তার বাজনায় পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে রয়েছে নমনীয়তা। সেতার বাদনে প্রশংসা করতে হয় আরেক শিশুশিল্পী সৌভাগ্য কর্মকারেরে। অনায়াস স্ট্রোকে বাজনা ছিল পরিশীলিত। সহযোগী শিল্পীদের মধ্যে হারমোনিয়ামে রূপশ্রী ভট্টাচার্য ও তবলায় শমীক ভাদুড়ি ছিলেন যথার্থ। প্রদীপ জালিয়ে দ্বিতীয় দিন সারারাতব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা করেন পণ্ডিত বিজয় কিচলু ও পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী। অভিজ্ঞ ও খ্যাতনামাদের সঙ্গে উদীয়মান এবং নতুন শিল্পীদেরও সুযোগ দিয়েছেন সমর সাহা। এদিনের মুখ্য আকর্ষণ ছিল মূলত দুটি অনুষ্ঠানে। যথাক্রমে দুই প্রজন্মের সরোদ ও তবলাশিল্পীর যুগলবন্দী। প্রথমটিতে যুগ্ম শিল্পীরা হলেন পণ্ডিত তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ও তাঁর পুত্র ইন্দ্রায়ুধ, যার সঙ্গে তবলা সহযোগিতা করলেন পণ্ডিত শুভঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর পুত্র অর্চিক। দ্বিতীয়টির তবলাশিল্পীদ্বয় পণ্ডিত নয়ন ঘোষ ও পুত্র ঈশান। পিতার সুতালিমে ইন্দ্রায়ুধ ক্রমশ হয়ে উঠছেন এক পরিণত শিল্পী। এদিন পিতাপুত্রের মিয়া-কি-মল্হার (আলাপ- জোড়- ঝালা / বিলম্বিতে মধ্যলয় ও দ্রুত গৎ) হয়ে উঠেছিল সৌন্দর্যের আধার।

এরপর তিনের পাতায়

নানান কর্মধারার সঙ্গে 'সঙ্গীত পিয়াসী' নিয়েছে এক বিশেষ পদক্ষেপ, বাদ্যযন্ত্র ও ধ্বনিকৌশলের রূপকারদের পাদপ্রদীপের আলোয় আনা। আমন্ত্রিত ছিলেন হারমোনিয়ম জগতের মণিকান্ত বিশ্বাস, তবলা নির্মাতা বর্ষীয়ান হারান দাস ও 'গৌরী গ্রামো'-র দেবাশিস কন্চ্।

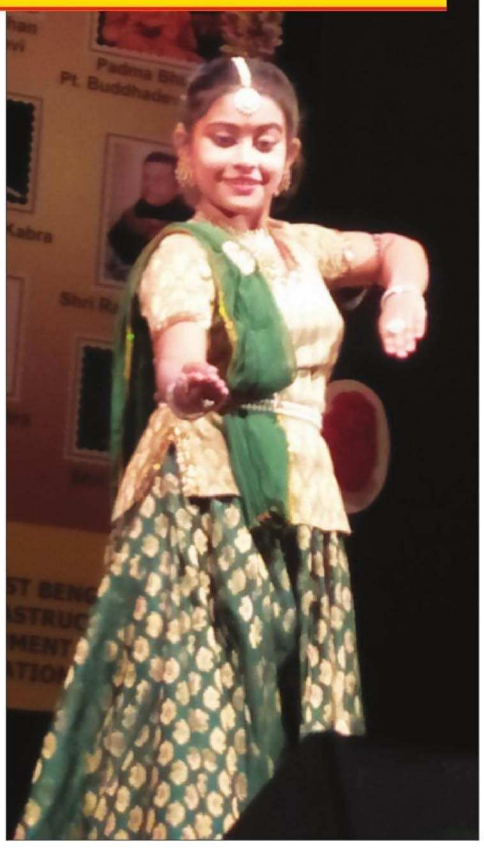

সঙ্গীত পিয়াসীর বার্ষিক সমারোহ

প্রথম পাতার পর

আলাপ অংশটি যথাযোগ্য স্বরস্পর্শে যেমন সৃষ্টি করে বর্ষার মধুরিমা তেমনই জোড়ের স্বরবিন্যাস ছিল শ্রুতিমধুর। গৎগুলিতে অলংকরণ ও বোলবাণীর প্রয়োগও মনোগ্রাহী। পরের পরিবেশন জিলা-কাফিতে শিল্পীরা শোনালেন নিজস্ব ঘরানার কয়েকটি বন্দীশ। তেজেন্দ্রনারায়ণ ও শুভঙ্কর সম্পর্কে নতুন করে বলা বাতুলতা। ইন্দ্রায়ুধ ও অর্চিক নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। ইন্দ্রায়ুধের স্ট্রোকে ছিল মিঠাস ও সাবলীলতা। অর্চিকের সম্পর্কে প্রথমেই বলতে হয় তার আত্মবিশ্বাস। পিতার তালিমে তার তৈয়ারীও ভাল। আশা করা যায় নতুন যুগের এই দুই প্রতিভা আগামী দিনে আরও উজ্জ্বল রূপে শ্রোতাদের আনন্দ দেবেন। পদ্মভূষণ পণ্ডিত নিখিল ঘোষের সুপুত্র ও কিংবদন্তী বংশীবাদক পান্নালাল ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্র পণ্ডিত নয়ন ঘোষ, সুবিখ্যাত, সেতার ও তবলাবাদনে তাঁর সমান ব্যুৎপত্তির জন্য। এদিন হিরণ্ময় ঘোষের চমৎকার নখ্যার সঙ্গে পুত্রকে নিয়ে এই জুটির তবলা লহরার উপস্থাপনা ছিল আকর্ষনীয় ও আনন্দদায়ক। শোনা গেল একসঙ্গে চার ঘরানার সুনির্বাচিত চমৎকার কিছু 'চীজ্'। দিল্লী, ফারুকাবাদ, আজরারা আর লক্ষ্ণৌ ঘরানার বোল-টুকরাগুলি খুবই সুন্দরভাবে পরিবেশিত। নয়ন ঘোষের বাদনকৌশল সর্বজনবিদিত। কিন্তু পিতার যত্নশীল তালিমে স্ট্রোকের গভীরতা, সৌন্দর্য ও সাবলীলতায় ঈশান প্রমাণ করলেন যে ভবিষ্যতে মার্গ সঙ্গীত জগতে তার আসন অবশ্যই স্থায়ী হবে। পণ্ডিত রবিশঙ্কর মিশ্র ও গুরু পণ্ডিত বিরজু মহারাজের শিষ্য যমজ ভাই সৌরভ-গৌরভ মিশ্রর পরিবেশন শুদ্ধ বেনারস ঘরানার কথক। দুই নবীন প্রতিভা শ্রোতাদের উপহার দিলেন চমৎকার, আনন্দদায়ক এক অনুষ্ঠান। মুদ্রাভঙ্গি থেকে পায়ের কাজ, অভিব্যক্তি, কথকের 'অদা' প্রকৃতির যথার্থতায়

নৃত্যাংশ হয়ে ওঠে নান্দনিকতায় পরিপূর্ণ। সহযোগী শিল্পীরা ছিলেন বোল- পরন্তে গুরু রবিশঙ্কর মিশ্র, পণ্ডিত অরবিন্দকুমার আজাদ (তবলা), পণ্ডিত ধরমনাথ মিশ্র (কণ্ঠ ও হারমোনিয়াম) এবং উমেশ মিশ্র(সারদী)। তবলায় বেনারাস ঘরানার বিশ্ববরেণ্য কুমার বোস কে নিয়ে রাগ বসন্তমুখারি ও ভজন পরিবেশন করলেন বেনারসের কিংবদন্তী কণ্ঠশিল্পী পদ্মভূষণ পণ্ডিত রাজন মিশ্রর সুপুত্র রীতেশ ও রজনীশ মিশ্র। শিল্পীযুগলের বসন্তমুখারি এক আলাদা আমেজ আনে। এদের সুরেলা, গাম্ভীর্যময় কণ্ঠের স্বরক্ষেপণ ও গায়ন পদ্ধতির কিছু অংশ তালিমগুণে পিতাসদৃশ। কিন্তু নিজেদের এক পৃথক শৈলী গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন এঁরা। ভারী গমকপূর্ণ তানকারী এবং স্বরক্ষেপণের কৌশলও ভাল। বিলম্বিত একতাল (প্রভু গুণ গাও) ও দ্রুত ত্রিতাল (মনওয়া ভজলে) সুগীত। এদের অনুষ্ঠান শেষ হয় একটি ভজন দিয়ে। তবে এই পরিবেশনে সবচেয়ে বড় আকর্ষণই ছিল কুমার বোসের অসাধারণ তবলাবাদন এবং শ্রোতারাও ছিলেন উন্মুখ। তিন প্রজন্মের সঙ্গে সঙ্গত করেছেন কুমার বোস— রাজন-সাজন মিশ্রর পিতা সঙ্গীতজ্ঞ সারেঙ্গীবাদক পণ্ডিত হনুমান প্রসাদ মিশ্র, রাজন-সাজনজী এবং রাজন মিশ্রর সুপুত্ররা। পণ্ডিত ধরমনাথ মিশ্রের হারমোনিয়াম ছিল যথার্থ। বর্তমান প্রজন্মের দুই নবীন প্রতীভা কণ্ঠ ও সেতারশিল্পী দেবপ্রিয় অধিকারী ও সমন্বয় সরকারের যুগ্ম পরিবেশন রাগ জয়ন্ত মল্লার (বিলম্বিত ও দ্রুত)। বিলম্বিত অংশে আলাপ ও রাগদারিতে রয়েছে মুন্সীয়ানা। দুজনেই সুতালিমপ্রাপ্ত এবং পরিবেশনাতেও রয়েছে যত্নের ছাপ। এদের গুরুমা গিরিজা দেবীর সৃষ্টি কিরওয়ানি রাগে দাদরা ('তুম বিন নিদনা আবে') দিয়ে শেষ হয় পরিবেশন। এদের সঙ্গে তবলা সঙ্গতে উপরি পাওনা প্রবীণ শিল্পী পণ্ডিত সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। দ্বৈতসঙ্গীত পরিবেশনায় ছিলেন নীলাঞ্জনা ও শীলাঞ্জনা দত্ত। এদের পরিবেশনা রাগ ধর্মাবতী (বিলম্বিত একতাল ও দ্রুত)। আদতে এটি দক্ষিণী চরিত্রের এবং রাগটি জমানোও কঠিন। বিলম্বিত (প্রভু করো মেরা পার) ও দ্রুতে (ঘর না আয়ে) এরা সচেষ্ট ছিলেন রাগটির রূপ প্রকাশে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে স্বরনিয়ন্ত্রণ ও স্বর ক্ষেপণের কৌশলে এদের ভিন্নরূপে পাওয়া যাবে। বিদুষী পূর্ণিমা চৌধুরীর কাছে শেখা 'ঝুলা' ছিল যথাযথ। অনুষ্ঠানটিতে সুচারুভাবে গ্রন্থনার মালা গেঁথেছিলেন দেবাশিস বসু, স্বপ্না দে, দীপন পাল ও সোনালি চ্যাটার্জি।